244

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 3-0 DF - 1998 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 7 ...

ফ্রি স্টাইলে ফি আদায় হচ্ছে

আগামী ১৯৯৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষার নির্ধারিত ফি'র চেয়ে বেসরকারী স্কুলে অতিরিক্ত ফি আদায় করা হচ্ছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। অতিরিক্ত ফি আদায়ের ক্ষেত্রে যে যেভাবে পারছে সেভাবে ফি আদায় করে নিচ্ছে। কোন কোন স্কুলে দ্বিগুণ, কোন স্কুলে তিনগুণ বেশী ফি আদায় করা হচ্ছে। নারায়ণগঞ্জের একটি স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগের ৬১০ টাকা এবং কলা বিভাগের ৫৫০ টাকার স্থলে ২ হাজার টাকা আদায় করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এই অতিরিক্ত ফি আদায়ের প্রতিবাদে ঐ স্কুলের ছাত্রীরা মিছিল করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। বিক্ষোভরত ছাত্রীদের সঙ্গে প্রধান শিক্ষিকার হাতাহাতি হয়েছে বলে জানা গেছে। ছাত্রীরা প্রধান শিক্ষিকার অপসারণ দাবী করে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেছে। এ ব্যাপারে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। রাজশাহী এবং যশোর বোর্ডে বিভিন্ন বেসরকারী স্কুলে বোর্ড নির্ধারিত ফি'র চেয়ে ৬/৭ শত টাকা বেশী আদায় করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। রাজশাহী শিক্ষাবোর্ডের হিসাব মতে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে প্রতি পত্রের জন্য ৩৫ টাকা, মার্কশীটের জন্য ৩০ টাকা, অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ৭৫ টাকা, স্কাউটস-গার্লস গাইডসের জন্য ১০ টাকা, শিক্ষা সপ্তাহের জন্য ৫ টাকা এবং ব্যবহারিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রতি পেপার ২০ টাকা আদায় করার কথা। এছাড়া সেন্টার ফি পরীক্ষার্থী পিছু ১০০ টাকা। জানা গেছে, এপ্রিলের পরিবর্তে জুন পর্যন্ত বেতন আদায় করে বড় অংকের কোচিং ফিসহ অন্যান্য খাত দেখিয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে নেয়া হচ্ছে। লক্ষ্মীপুর জেলার বিভিন্ন স্কুলে বোর্ড নির্ধারিত ফি'র সঙ্গে ৬০০ থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত কোচিং ফি, জুন মাস পর্যন্ত বেতন ১৫০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা পর্যন্ত উন্নয়ন ফি, মিলাদ, পাঠাগার ইত্যাদি খাতে নানা অংকের ফি জুড়ে প্রতি পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে ২০০০ থেকে ৪০০০ টাকা পর্যন্ত আদায় করে নেয়া হচ্ছে।

প্রকাশিত খবর থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, ফি আদায়ের বিষয়টি ফ্রি স্টাইলে চলছে। এ ক্ষেত্রে নিয়ম-নীতি-চক্ষুলজ্জা বা জবাবদিহিতার বালাই নেই। আমাদের দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্যায়-জোর-জুলুম করে চাঁদাবাজি চলছে। বেসরকারী স্কুলগুলোতে ফি আদায়ের নামে যা চলছে তাও একরকমের চাঁদাবাজিই। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বোর্ড পরীক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারী স্কুল ও কলেজগুলোতে নির্ধারিত ফি'র অতিরিক্ত আদায় করার প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই প্রবণতা ক্রমাগত বাড়ছে। এসএসসি পরীক্ষার ফি আদায়ের ক্ষেত্রে যেরূপ ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে তাতে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়।

বেসরকারী স্কুল এবং কলেজের বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের অভিযোগের শেষ নেই। মানগত দিক থেকে অধিকাংশ বেসরকারী স্কুল ও কলেজের শিক্ষামান আশাব্যঞ্জক নয়। বোর্ড পরীক্ষায় গড়ে একজনও পাস করেনি এমন স্কুল কলেজও আছে। বোর্ড পরীক্ষায় বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রীই অকৃতকার্য হয়— এমন স্কুল কলেজও প্রচুর আছে। তুলনামূলকভাবে ভালো ফলাফলকারী স্কুল বা কলেজে ভর্তির সময় মোটা অংকের চাঁদা নেয়া হয়। এসব স্কুলের মাসিক বেতন বেশী। ইংরেজী মাধ্যমে ৫০০ থেকে ২৫০০ পর্যন্ত বেতন আদায় করা হয়। অভিভাবকদের কাছ থেকে অর্থ শোষণ নিয়মে পরিণত হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে অনিয়ম, দুর্নীতি ও সেচ্ছাচারিতা প্রতিরোধও করা হচ্ছে না। এদেশে শিক্ষাকে সার্বজনীন করার চেষ্টা করা হলেও এখনও শিক্ষা সহজলভ্য ও সার্বজনীন হয়ে উঠেনি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, শিক্ষা উপকরণের উচ্চমূল্যের পাশাপাশি অভিভাকদের দৈন্যতার জন্য শিক্ষা এখনও পশ্চাতপদ অবস্থানে আছে। অভিভাবকদের আর্থিক সচ্ছলতা না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরদের বেতন ও ফি যোগাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা না নিলে এই যথেচ্ছাচার শিক্ষা ক্ষেত্রে স্থবিরতা সৃষ্টি করতে পারে। আমরা আশা করি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি তদন্ত করে দোষী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। সেই সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত ফি, ভর্তি বা ডোনেশনের নামে চাঁদাবাজি বন্ধ করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হোক।